১ অধিবিদ্যার স্বরূপ

বিষয়বস্তু

অধিবিদ্যার স্বরূপ, বিষয়বস্তু, অধিবিদ্যার সম্ভাব্যতা। অধিবিদ্যা বর্জন।

প্রশ্ন ১। অধিবিদ্যার স্বরূপ আলোচনা কর। (B.U. 2008, 2009)

(Discuss the nature of Metaphysics.)

উত্তর। অধিবিদ্যা দর্শনের একটি শাখা। অধিবিদ্যার ইংরাজি প্রতিশব্দ হল Metaphysics। Metaphysics শব্দটি Meta (after) এবং Physics, এই দুটি শব্দ সমন্বয়ে গঠিত। কাজেই Metaphysics বা অধিবিদ্যা শব্দটির ধাতুগত অর্থ হল, যে শাস্ত্র পদার্থবিদ্যার পরে আসে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় পদার্থবিদ্যার আলোচনার বিষয়। অপরদিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের অন্তরালে যে অতীন্দ্রিয় সত্তা বা তত্ত্ব আছে, তার জ্ঞান অধিবিদ্যা দিতে চায়।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হল অবভাস (phenomena)। বস্তুর দুটি রূপ আছে। একটি অবভাস, অপরটি বস্তু-স্বরূপ (noumena)। বস্তুস্বরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। অধিবিদ্যা বস্তুস্বরূপকে জানতে চায়। এছাড়াও দেশ ও কালের (space and time) স্বরূপ, দেহাতিরিক্ত আত্মার স্বরূপ, কার্যকারণ সম্বন্ধের স্বরূপ, ঈশ্বর প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বিষয়ের আলোচনা করা অধিবিদ্যার কাজ।

অধিবিদ্যা দর্শনের একটি শাখা। কিন্তু Plato, Aristotle, Hegel প্রমুখ ভাববাদী দার্শনিকরা দর্শন ও অধিবিদ্যাকে অভিন্ন করে দেখেছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে দার্শনিক আলোচনা হল অধিবিদ্যার আলোচনা ; দর্শনের বিষয়বস্তু ও অধিবিদ্যার বিষয়বস্তু এক ও অভিন্ন। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্লেটো বলেছেন দর্শন হল নিত্য বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কীয় জ্ঞান। নিত্য বস্তু হল পরম তত্ত্ব (Ultimate Reality)। প্লেটো এই নিত্য বস্তুকে ভাবসত্তা বা সামান্য (universal) বলেছেন। দৃশ্যমান জগতের সব বস্তুই সামান্যের অনুলিপি (copy)। আধুনিক যুগেও দার্শনিক আলোচনায় অধিবিদ্যাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেকার্ত ঈশ্বরকে পরম দ্রব্য বলেছেন। দেশ-কাল, কার্যকারণ সম্বন্ধে বিধৃত এই জগতকে ব্রাডলি স্ববিরোধী বলেছেন। কার্যত ভাববাদী দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল অধিবিদ্যা।

আধুনিক যুগে এটির বিপরীতমুখী প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক দৃষ্টিবাদী দার্শনিকদের অনেকেই অধিবিদ্যার আলোচনা পরিহার করেছেন। দৃষ্টিবাদী হিউম বলেন অধিবিদ্যা অসম্ভব। অভিজ্ঞতা জ্ঞানলাভের একমাত্র উৎস। তথাকথিত অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পাওয়া যায় না। এইজন্য অধিবিদ্যার আলোচনা অসার। কান্ট একজন নরমপন্থী, বুদ্ধিবাদী। তিনিও অধিবিদ্যার আলোচনা পরিহার করে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনাকে দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় বলে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরাও (Logical Positivists) অধিবিদ্যার আলোচনা বর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে অধিবিদ্যার বাক্যগুলি অর্থহীন। তাঁরা অর্থপূর্ণ বাক্যের মানদণ্ড প্রণয়ন করেন এবং সেই মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে অধিবিদ্যার বাক্যগুলির অর্থহীনতা প্রমাণ করেন। তাঁদের মতে ভাষা-বিশ্লেষণের মধ্যে দর্শনের কাজ সীমাবদ্ধ থাকবে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

মন্তব্য ঃ ভাববাদী ও আধুনিক দৃষ্টিবাদীদের অভিমত সমর্থন করা যায় না। দর্শনের পরিধি অধিবিদ্যার পরিধি অপেক্ষা অধিক ব্যাপক। অধিবিদ্যা দর্শনের অন্যতম শাখা। তত্ত্বকে বা বস্তুস্বরূপকে জানা অধিবিদ্যার লক্ষ্য। বস্তুত অবভাসের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি বস্তুস্বরূপের জ্ঞান না হয়। জ্ঞান দুটি একটি অপরটির পরিপূরক।

প্রশ্ন ২। অধিবিদ্যার বিষয়বস্তু কী?

(What are the subjectmatters of Metaphysics ?)

১। অধিবিদ্যা তত্ত্বের স্বরূপ আলোচনা করে। যা অপরিবর্তনীয়, নিত্য ও স্ববিরোধমুক্ত তাই তত্ত্ব। এই জগৎ তত্ত্ব নয়। কারণ জগৎ পরিণামী। পরিবর্তনশীলতা জগতের ধর্ম। এইজন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় নয়।

২। দৃশ্যমান জগতের অতীত যে অতীন্দ্রিয় জগৎ, তা অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। এই অতীন্দ্রিয় জগতকে বস্তুস্বরূপ (noumena) বলা হয়। বস্তুস্বরূপ অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

৩। দেশ, কাল, দ্রব্য, কার্যকারণ এই প্রত্যয়গুলিকে বিশ্লেষণ করে এদের যথার্থ স্বরূপ আবিষ্কার করা অধিবিদ্যার কাজ।

৪। দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে কিনা, থাকলে সেই আত্মার স্বরূপ কী? জন্মান্তরবাদ অবাস্তব কিনা? ঈশ্বরের স্বরূপ কী? জগৎ কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে? এইসব প্রশ্নের উপর আলোকপাত করা অধিবিদ্যার কাজ। এক কথায়, যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সীমা অতিক্রম করে যায়, তাই অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ৪। অধিবিদ্যার বর্জন সম্পর্কে হিউমের অভিমত আলোচনা কর। (B.U. 2009)

(Discuss Hume's view regarding elimination of metaphysics.)

উত্তর। 'অধিবিদ্যা' শব্দের ইংরাজি প্রতিশব্দ হল 'Metaphysics'। Meta = after, Physics = World। সুতরাং Metaphysics বা অধিবিদ্যা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল দৃশ্যমান জগতের বা অবভাসের অন্তরালে অবস্থিত অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্পর্কীয় শাস্ত্র। অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে একটি সাধারণ অভিযোগ যে অতীন্দ্রিয় সত্তার বিজ্ঞানরূপে অধিবিদ্যা অসম্ভব। অজ্ঞেয়বাদী Spencer বলেন যে, অধিবিদ্যা এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যা মানুষের বোধগম্য নয়। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(Logical Positivists) বলেন, অধিবিদ্যার বাক্যগুলি অর্থহীন। অবভাসবাদী (Phenomenalist) কান্ট বলেন, মানুষের বোধশক্তির আকারগুলি (Categories) কেবল অবভাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। কাজেই অতীন্দ্রিয় বিষয়ের বিজ্ঞানরূপে অধিবিদ্যা অসম্ভব এবং অধিবিদ্যা পরিত্যাজ্য। অধিবিদ্যার আলোচনা নিরর্থক, এই অলোচনা কূট যুক্তি তর্কে ভরা।

তাত্ত্বিক দিক থেকে হিউম একজন সংশয়বাদী। তিনি অধিবিদ্যার সম্ভাবনা স্বীকার করতে পারেন না। বস্তুত তিনি অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলি অস্বীকার করেন না। তবে তিনি মনে করেন যে অধিবিদ্যা সুনিশ্চিত জ্ঞান দিতে পারে না বলে একে বর্জন করতে হবে—এই দাবি মানা যায় না। তিনি সংশয়বাদী হলেও অধিবিদ্যার সম্ভাবনা অস্বীকার করেন না বা সবরকম অধিবিদ্যাকে বর্জন করতে চান না। তিনি কেবল মিথ্যা অধিবিদ্যাকে (false and spurious metaphysics) বর্জন করার পক্ষপাতি। তিনি যত্ন সহকারে সত্য অধিবিদ্যা (true metaphysics) চর্চার কথা বলেছেন।

মিথ্যা অধিবিদ্যার সঙ্গে সত্য অধিবিদ্যার পার্থক্য আছে। মিথ্যা অধিবিদ্যার ভিত্তি হল কুসংস্কার ও ধর্মীয় বিশ্বাস। মিথ্যা অধিবিদ্যা অতীন্দ্রিয় জগৎ নিয়ে আলোচনা করতে চায়। অতীন্দ্রিয় বিষয় মানুষের বোধগম্য নয়। এই অধিবিদ্যা প্রতারণামূলক, কল্পনাভিত্তিক। অপরদিকে যথার্থ অধিবিদ্যার কাজ হবে জ্ঞানের সীমা লঙ্ঘন না করে বিশুদ্ধ যুক্তিতর্কের সাহায্যে বিমূর্ত সত্য এবং অভিনব সত্য অনুসন্ধান করা। মনের ক্ষমতা ও প্রবণতাকে পরীক্ষা করা ; কোন্ ধারণা কোন্ ইন্দ্রিয়জের প্রতিলিপি তা লক্ষ্য করে যথার্থ ধারণার ক্ষেত্র রচনা করা, এই কাজকে হিউম মানস-ভূগোল (mental geography) বলেছেন। যথার্থ অধিবিদ্যার কাজ হবে মানস-ভূগোল বা মানস-চিত্র রচনা করা।

হিউম যথার্থ অধিবিদ্যার সঙ্গে অযথার্থ অধিবিদ্যার পার্থক্য করেছেন। তিনি একদিকে অযথার্থ অধিবিদ্যার বর্জন অপরদিকে যথার্থ অধিবিদ্যার অনুশীলনের কথা বলেছেন। তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, মনের এমন কোন ক্ষমতা নেই যার সাহায্যে অযথার্থ অধিবিদ্যার দুর্বোধ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। হিউমের এই অভিমত কান্টকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। কান্ট বলেছেন, হিউম তাকে বিচারবিযুক্ত নিদ্রা (dogmatic slumber) থেকে জাগিয়ে তুলেছেন। তবে হিউমের দেওয়া পদ্ধতি অনুসরণ করে অধিবিদ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে কি না, তা বিতর্কের বিষয়।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ১। বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

(Show the distinction between Realism and Idealism.)

উত্তর। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়বস্তুর সম্বন্ধকে কেন্দ্র করে জ্ঞানের উদ্ভব। জ্ঞানতত্ত্বের দুটি মৌলিক প্রশ্ন হল : (১) জ্ঞাতার সঙ্গে জ্ঞেয়বস্তুর সম্পর্ক বাহ্যিক না অন্তর এবং (২) জ্ঞেয়বস্তুর জ্ঞাতা-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র-সত্তা আছে কিনা। প্রশ্ন দুটিকে কেন্দ্র করে দুটি মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে—একটি বস্তুবাদ (Realism), অপরটি ভাববাদ (Idealism)।

বস্তুবাদ অনুসারে জ্ঞেয়-জ্ঞাতার সম্পর্ক আন্তর নয়, বাহ্যিক (external)। এই সম্বন্ধে যুক্ত হওয়ার পূর্বে উভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল এবং সম্বন্ধ বিযুক্ত হওয়ার পরও উভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকবে। এর অর্থ হল জ্ঞেয়বস্তুর জ্ঞাতা-নিরপেক্ষ বা জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা আছে। উভয়ের অস্তিত্ব এই সম্পর্কের উপর নির্ভর করে না। কেউ না জানলেও বাহ্যিক জগতে বস্তু যেমন আছে ঠিক তেমন থাকবে।

ভাববাদ অনুসারে জ্ঞেয়বস্তুর সঙ্গে জ্ঞাতার সম্পর্ক বাহ্যিক নয়, আন্তর (internal)। জ্ঞেয়বস্তুর জ্ঞাতা-নিরপেক্ষ বা জ্ঞানাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা নেই। জ্ঞেয়বস্তুর সত্তা জ্ঞানের উপর, বা জ্ঞাত হওয়ার উপর নির্ভরশীল।

বস্তুবাদ অনুসারে বাহ্যিক বস্তু বাস্তব (real) বা বস্তুগত (objective)। মনের বাইরে বাহ্যিক জগৎ আছে। জগতে নানাবিধ বস্তু আছে, বস্তুর বাহ্যিক গুণ আছে। এই অভিমত লৌকিক অভিমতের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

ভাববাদ অনুসারে সত্তা আধ্যাত্মিক (spiritual)। আত্মগত ভাববাদ অনুসারে বস্তু ব্যক্তিমনের বা ঈশ্বর-মনের ধারণা। মনের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে কোন বস্তু থাকতে পারে না। বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞাত হওয়ার উপর নির্ভর করে (esse est percipi)। এই মতে মন ও মনের ধারণার কেবলমাত্র অস্তিত্ব আছে। হেগেল প্রবর্তিত বস্তুগত ভাববাদ অনুসারে জ্ঞেয়বস্তু বা বাহ্যিক জগৎ পরম ধীশক্তির (Absolute Idea) প্রকাশ। সুতরাং জগতের সত্তা আছে। জগতের অস্তিত্ব ব্যক্তিমনের উপর নির্ভর করে না। জগৎ পরমাত্মার (Absolute Mind) চেতনায় বিধৃত হয়ে আছে। পরমাত্মা ব্যক্তিমন (চিৎ) ও প্রকৃতিতে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(অচিৎ) অন্তঃস্যূত হয়ে আছেন। সুতরাং চিৎ ও অচিৎ উভয়ে সত্য বা বাস্তব (Real) পরমব্রহ্ম নিজেকে সসীম মন হিসাবে আবার সসীম বস্তু হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করে চলেছেন।

প্রশ্ন ২। সরল বা লৌকিক বস্তুবাদ নামক মতবাদটি ব্যাখ্যা কর ও বিচার কর।
(Explain and examine Naive Realism.) (B.U. 2008, 2009)

উত্তর। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্ককে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্য দর্শনে দুটি পরস্পর বিরোধী মতবাদ আছে। একটি বস্তুবাদ অপরটি আত্মগত ভাববাদ। আত্মগত ভাববাদ অনুসারে জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞাতার বা ঈশ্বর-মনের ধারণা মাত্র। অপরদিকে বস্তুবাদ অনুসারে জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞাতা-নিরপেক্ষ বা মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। বস্তু মনের ধারণা নয়। বস্তুবাদের বিভিন্ন রূপ আছে। এদের অন্যতম হল লৌকিক বস্তুবাদ (Naive Realism)।

লৌকিক বস্তুবাদ অনুসারে জ্ঞানের বিষয়বস্তুর জ্ঞাতা নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে এবং বাহ্যিক বস্তুকে আমরা সরাসরি প্রত্যক্ষ করে থাকি। বস্তু সম্পর্কে সাধারণ লোকের বক্তব্য এই মতবাদে স্থান পেয়েছে বলে মতবাদটিকে **সাধারণ বস্তুবাদ** বা **লৌকিক বস্তুবাদ** বলা হয়। এই বস্তুবাদ একটি লোকায়ত মত, কোন দার্শনিক মতবাদ নয়। সাধারণ লোক বিশ্বাস করে যে বাহ্যিক জগতে অসংখ্য বস্তু আছে। এসব বস্তুর বিভিন্ন গুণ আছে। সব গুণই বস্তুগত। বাহ্যিক বস্তুর অস্তিত্ব, এমন কী তার গুণের অস্তিত্ব, কোন ব্যক্তির মনের উপর বা জানার উপর নির্ভর করে না। কেউ বস্তু ও তার গুণগুলিকে প্রত্যক্ষ না করলেও এরা বাস্তব জগতে যেমন আছে তেমনি থাকবে। এটি সাধারণ মানুষের অভিমত বলে এই বক্তব্যকে **সরল বস্তুবাদও** (commonsense realism) বলা হয়।

সরল বস্তুবাদ অনুসারে বস্তু ও জ্ঞাতার মধ্যে কোন আবশ্যিক বা অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক নেই। রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ ইত্যাদি গুণগুলি বস্তুগত। এইগুলি বস্তুতে প্রকৃতই আছে। গুণগুলি জ্ঞাত হওয়ার উপর নির্ভর করে না। বস্তুতে গুণগুলি যেভাবে থাকে, আমরা ঠিক সেভাবেই গুণগুলিকে প্রত্যক্ষ করি বা জানি। বস্তু ও তার গুণ আমাদের জ্ঞানে অপরিবর্তিত অবস্থায় ধরা পড়ে। আমাদের চেতনা যেন একপ্রকার সন্ধানী আলো (Search light)। এই আলো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রবাহিত হয় ও বস্তুকে আলোকিত করে, এর ফলে বস্তুকে আমরা সরাসরি জানতে পারি। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যা পাই তাই-ই বাস্তব, তাই-ই যথার্থ (Real)।

সরল বস্তুবাদের মূল বক্তব্য সংক্ষেপে কয়েকটি বাক্যে তুলে ধরা যায় ঃ

বাহ্যিক জগতে অসংখ্য বস্তু আছে, ঐ সব বস্তুর বিভিন্ন ধর্ম আছে, ধর্মগুলি বস্তুগত। বস্তুর অস্তিত্ব বা স্বরূপ আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভবের উপর নির্ভর করে না। কোন ব্যক্তি বস্তুকে প্রত্যক্ষ করুক বা না করুক বাহ্যিক জগতে বস্তু যেভাবে আছে ঠিক সেভাবেই থাকবে। বাহ্যিক বস্তু, যেমন—নদী, পাহাড়, বাড়ি, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সম্পর্কে যেসব উক্তি করা হয় ইন্দ্রিয়ানুভবের দ্বারা সেইসব উক্তির সত্যতা যাচাই করা সম্ভব। কেউ যদি বলে 'গোলাপটি লাল' তবে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা এই উক্তির সত্যতা যাচাই করতে পারি।

বস্তুর জ্ঞান অ-পরোক্ষ (direct) অর্থাৎ ব্যক্তি ও বস্তুর জ্ঞানের মধ্যে কোন মাধ্যম থাকে না। এই মতবাদ রাসেলের তত্ত্বের বা লকের তত্ত্বের বিপরীত। রাসেল বলেন ইন্দ্রিয় উপাত্তের (sense data) মাধ্যমে আমরা বস্তুকে পরোক্ষভাবে জেনে থাকি। অনুরূপভাবে লক্ বলেন বস্তু ধারণার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জ্ঞাত হয়। কিন্তু লৌকিক বস্তুবাদীরা বলেন সাক্ষাৎ অনুভবে আমরা বস্তুকে জেনে থাকি।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

বস্তু ব্যক্তিগত (private) নয়, বস্তু এক অর্থে সাধারণ (public)। আমি যেভাবে কোন বস্তুর স্বরূপ প্রত্যক্ষ করি, অনুরূপ পরিস্থিতিতে অপরেও বস্তুটিকে সেইভাবে প্রত্যক্ষ করবে। অর্থাৎ সাধারণ অবস্থায় কোন বস্তু সম্পর্কে আমাদের সকলের প্রত্যক্ষই একরকম হয়ে থাকে।

আমরা যেভাবে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি, বস্তুও সেইভাবে বাহ্যিক জগতে থাকে, বা বস্তু যেভাবে বাহ্যিক জগতে থাকে, আমরা সেইভাবে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি।

সমালোচনা ঃ লৌকিক বস্তুবাদ ত্রুটিহীন মতবাদ নয়, এই মতবাদ স্থূল বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, বিচার-বিশ্লেষণের কোন স্থান এই মতবাদে নেই। আপেক্ষিক প্রত্যক্ষ (relativity of perception), ভ্রম (illusion) ও অমূল প্রত্যক্ষের (hallucination) কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এই মতবাদ দিতে পারে না।

আমাদের প্রত্যক্ষ প্রায়ই আপেক্ষিক হয়ে থাকে। একটি গোলাকার প্লেটকে উপর থেকে দেখলে সেটি গোল দেখায়, পাস থেকে দেখলে প্লেটটিকে ডিম্বাকৃতি মনে হয়। কোন বস্তুকে নিকট থেকে দেখলে বস্তুটিকে স্বাভাবিক আকারে দেখা যায়। কিন্তু দূর থেকে দেখলে বস্তুটিকে অপেক্ষাকৃত ছোট মনে হয়। একটি ঘুড়ি যতই উপরে ওঠে, ততই তাকে ছোট দেখায়।

গন্ধ, বর্ণ ও স্বাদ সম্পর্কে সকল মানুষের অনুভূতি এক নয়, এগুলি আংশিকভাবে ব্যক্তি চেতনার উপর নির্ভর করে। জিহ্বার স্বাদ কোরক সকল ব্যক্তির একই রকম থাকে না। এরজন্য একই বস্তুর স্বাদ বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন রকম হয়। একই খাবার সকলের কাছে সমান সুস্বাদু হয় না। স্পর্শানুভূতি সকলের সমান নয়। বরফ স্পর্শ করে জলে হাত দিলে জল গরম বোধ হয়, কিন্তু বরফ স্পর্শ না করে জলে হাত দিলে ঠান্ডা লাগে। একটি গ্লাসে অর্ধেক জল দিয়ে একটি কাঠিকে নিমজ্জিত করলে কাঠিটির যে অংশ জলস্পর্শ করে ভিতরে প্রবেশ করে, সেই অংশ থেকে কাঠিটিকে বাঁকা দেখায়, কিন্তু বস্তুত কাঠিটি সরল। এই থেকে বলা যায় যে আমরা সবসময় বস্তুর প্রকৃত রূপ প্রত্যক্ষ করি না। অথবা এই থেকে বলা যায় না যে বস্তুর সব গুণ বস্তুগত।

লৌকিক বস্তুবাদ ভ্রমের (illusion) সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে না। বিপথগামী কল্পনার প্রভাবে কোন একটি সংবেদনের অযথার্থ ব্যাখ্যার ফলে যে বিকৃত প্রত্যক্ষ ঘটে তাকে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ বা ভ্রম বা অধ্যাস বলে। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম ইত্যাদি। 'বস্তুর প্রকৃত রূপ আমরা সরাসরি প্রত্যক্ষ করি'—লৌকিক বস্তুবাদের এই বক্তব্য মেনে নিলে সর্প-রজ্জু ভ্রমের ক্ষেত্রে আমাদের বলতে হয় বাস্তবে সর্পই রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে রয়েছে রজ্জু অথচ আমরা এটিকে সর্প মনে করছি।

অমূল প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা লৌকিক বস্তুবাদীরা দিতে পারে না। এই ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে কোন বস্তুর সন্নিকর্ষ হয় না। অথচ কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে।

দিবাস্বপ্ন বা রাত্রীকালীন স্বপ্নের বিষয়বস্তুর কোন বাস্তবতা নেই। কিন্তু লৌকিক বস্তুবাদ স্বীকার করলে এদের বাস্তবতা স্বীকার করতে হয়। এই থেকে প্রমাণিত হয় যে বস্তুকে আমরা সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে পারি না বা বস্তু সম্পর্কে আমাদের সব প্রত্যক্ষণই বস্তুর স্বরূপের প্রত্যক্ষণ নয়। উল্লিখিত কারণে লৌকিক বস্তুবাদকে সন্তোষজনক মতবাদ বলা যায় না।

প্রশ্ন ৩। লকের বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ বা প্রতিরূপী বস্তুবাদ ব্যাখ্যা কর ও বিচার কর।

(Explain and examine Locke's theory of Representative Realism.)

(B.U. 2009)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

প্রতিরূপী বস্তুবাদ বলে। এই মতবাদের প্রবর্তক হলেন জন লক্। লৌকিক বস্তুবাদের ত্রুটিগুলি দূর করে বস্তুবাদকে পরিমার্জিত করে লক প্রতিরূপী বস্তুবাদে তুলে ধরেছেন।

লৌকিক বস্তুবাদের সঙ্গে প্রতিরূপ বস্তুবাদের একটি বিষয়ে মিল আছে। উভয় মতবাদ অনুসারে বাহ্যবস্তুর জ্ঞাতা-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। তবে বস্তুর জ্ঞান প্রত্যক্ষ না পরোক্ষ?—এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে মতবাদ দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে।

লৌকিক বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুর জ্ঞান অপরোক্ষ। বস্তু ও বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণগুলিকে আমরা সরাসরি প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানতে পারি। এই মতবাদের ত্রুটি হল—আপেক্ষিক প্রত্যক্ষ, ভ্রম ও অমূল প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা মতবাদটি দিতে পারে না। অপরদিকে প্রতিরূপী বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুর জ্ঞান পরোক্ষ। বস্তুকে প্রতিরূপের মাধ্যমে আমরা পরোক্ষভাবে জেনে থাকি। বস্তুর জ্ঞান পরোক্ষ বলায় মতবাদটি আপেক্ষিক প্রত্যক্ষ, ভ্রম এবং অমূল প্রত্যেক্ষের ব্যাখ্যা সন্তোষজনকভাবে দিতে পারে।

লক্ আধুনিক জড়বাদী। তিনি জড় দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি দৃষ্টিবাদীবাদ, প্রত্যক্ষকে জ্ঞানলাভের একমাত্র উৎস বলে স্বীকার করেছেন। দ্রব্যকে ইন্দ্রিয়ানুভবে পাওয়া যায় না, অথচ তিনি দ্রব্যকে অস্বীকার করতেও পারেন না। এই কারণে তিনি দ্রব্যকে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলতে বাধ্য হয়েছেন। দ্রব্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য তিনি দ্রব্যের দুই প্রকার গুণের কল্পনা করেছেন, মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণ।

লক্ মনে করেন মুখ্য গুণগুলি ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও বস্তুগত। বিস্তৃতি, আকার, গতি, স্থিতি ও সংখ্যা—এই পাঁচটি মুখ্য গুণ। মুখ্য গুণগুলি বস্তুকে আশ্রয় করে থাকে। এই গুণগুলি বস্তুর যথার্থ ধর্ম। অপরদিকে বর্ণ, গন্ধ, শব্দ, উষ্ণতা, শীতলতা প্রভৃতি গুণগুলি গৌণ গুণ। গৌণ গুণ ব্যক্তিসাপেক্ষ, এগুলি বস্তুর যথার্থ ধর্ম নয়। বর্ণ ছাড়া বা গন্ধ ছাড়া বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়, কিন্তু বিস্তৃতিহীন বস্তু কল্পনা করা যায় না। মুখ্য গুণগুলির বিভিন্ন শক্তি আছে। এই শক্তির দ্বারা গুণগুলি আমাদের মনে বিভিন্ন সংবেদন সৃষ্টি করে। লক্ কখনও কখনও এই সংবেদনকে গৌণ গুণ বলেছেন। গৌণ গুণগুলি আমাদের মনে গৌণ গুণের ধারণার সৃষ্টি করে। এই ধারণার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই, কিন্তু মুখ্য গুণগুলি বস্তুগত ধর্ম। মুখ্য গুণ আমাদের মনে মুখ্য গুণের ধারণার সৃষ্টি করে। মুখ্য গুণের ধারণার সাথে বস্তুর মিল থাকে। বস্তুর আকৃতি ধর্ম আছে। এইজন্য আমাদের মনে বস্তুর আকৃতির অবিকল ধারণা ভেসে ওঠে।

লকের মতে মন যেন একটি সাদা কাগজ, যেখানে বাহ্য বস্তুর গুণগুলি ধারণার আকারে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। ধারণাগুলি বস্তুর প্রতিরূপ। বস্তু প্রতিরূপের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জ্ঞাত হয়। এইজন্য লকের বস্তুবাদকে প্রতিরূপী বস্তুবাদ বলা হয়। বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটলে বস্তুর গুণগুলি আমাদের মনে ধারণার সৃষ্টি করে। এইভাবে আমরা জানতে পারি যে বস্তুর আকার আছে, বর্ণ আছে ইত্যাদি। কিন্তু যেহেতু আমরা কখনও বস্তুকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে পারি না সেহেতু বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ অজ্ঞাত থেকে যায়। অথচ বস্তুকে অস্বীকার করাও যায় না। বস্তুর মুখ্য গুণগুলি শূন্যে ভেসে থাকতে পারে না, তাদের আধার প্রয়োজন। মুখ্য গুণের আধার হিসাবে এবং সংবেদনের ফলে যে ধারণার সৃষ্টি হয় তার কারণ হিসাবে জড় দ্রব্যের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। লক্ বলেন **দ্রব্য হল গুণের কল্পিত বা অজ্ঞাত আধার।**

সপ্তদশ শতাব্দীতে নিউটনীয় পদার্থবিদ্যায় যথার্থ গুণ ও অযথার্থ গুণের মধ্যে পার্থক্য কল্পনা করা হয় এবং যা গণনার যোগ্য তাকে যথার্থ গুণ বলা হয়। নিউটনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লক মুখ্য গুণ

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ও গৌণ গুণের মধ্যে পার্থক্য কল্পনা করেন। এই পার্থক্যের ভিত্তিতে লক তাঁর প্রতিরূপী বস্তুবাদ গড়ে তোলেন। **এইজন্য লকের বস্তুবাদকে বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদও বলা হয়।**

প্রতিরূপী বস্তুবাদ আপেক্ষিক প্রত্যক্ষ ও ভ্রমের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম। লকের মতে ধারণার সঙ্গে ধারণার মিল বা অমিল প্রত্যক্ষই হল জ্ঞান। ধারণার সঙ্গে যখন বাহ্য বস্তুর মিল থাকে তখন বস্তুর জ্ঞান যথার্থ হয়, মিল না থাকলে জ্ঞান অযথার্থ হয়, রজ্জুতে আমাদের সর্পভ্রম হয়। সর্প একটি ধারণা। এই ধারণার সঙ্গে রজ্জুর ধারণার মিল নেই। এক্ষেত্রে আমরা কেবল আমাদের মনের ধারণাকে প্রত্যক্ষ করি। যথার্থ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ধারণার সঙ্গে বস্তুর মিল থাকে।

লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদ আত্মগত ভাববাদের পথ প্রস্তুত করে দিয়েছে। আত্মগত ভাববাদ অনুসারে বস্তু, মনের ধারণামাত্র। এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বস্তুর বাস্তব সত্তা বা অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে হয়। লক্ বস্তুকে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলায় বার্কলের এই প্রাথমিক কাজ তিনি করে দিয়েছেন। বার্কলের অবশিষ্ট কাজ হল মুখ্য গুণগুলিকে গৌণ গুণে রূপান্তরিত করা, এবং লক্ যে যুক্তির সাহায্যে গৌণ গুণের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন, সেই একই যুক্তির সাহায্যে বার্কলে মুখ্য গুণগুলিকে গৌণ গুণে রূপান্তরিত করেন। লকের মতে পরিবর্তনশীলতা গৌণগুণের ধর্ম। বার্কলে বলেন এই ধর্ম মুখ্য গুণের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। এইজন্য তথাকথিত মুখ্য গুণগুলিকে গৌণ গুণ বলা যায়। সুতরাং সব গুণই গৌণ গুণ বা মনের ধারণা। এইভাবে বার্কলে লককে অনুসরণ করে ভাববাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। বস্তুত লকের মতবাদ থেকেই ভাববাদের সূত্রপাত, বার্কলের মতবাদের পটভূমি লক্ প্রস্তুত করে দিয়েছেন।

সমালোচনা ঃ এই মতবাদের সাহায্যে জ্ঞানের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব বিচার করা যায় না। বস্তুর সঙ্গে ধারণার মিল আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হলে অন্তত একবার বস্তুকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে হয়। কিন্তু প্রতিরূপী বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুকে সাক্ষাৎভাবে ইন্দ্রিয়ানুভবে পাওয়া যায় না। সুতরাং তার সঙ্গে আমাদের ধারণার মিল আছে কী না তা যাচাই করা অসম্ভব।

মুখ্য গুণের আধাররূপে জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না, কারণ মুখ্য ও গৌণ গুণের বিভাগ যুক্তিসংগত নয় বলে বার্কলে মনে করেন। বার্কলে বলেন মুখ্য গুণগুলিকে গৌণ গুণ থেকে পৃথকভাবে জানা যায় না। বর্ণহীন নিছক বিস্তৃতি প্রত্যক্ষ করা যায় না।

লক পরিবর্তনশীলতাকে গৌণ গুণের ধর্ম বলেছেন। কিন্তু দেখা যায় মুখ্য গুণগুলি পরিবর্তনশীল। বস্তুর আকৃতি দ্রষ্টার অবস্থানের উপর নির্ভর করে। উড্ডীয়মান ঘুড়ি যতই উপরে ওঠে ততই তার আকার ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়। সুতরাং বস্তুর আকার গৌণ গুণের মতই পরিবর্তনশীল।

লক পরিমাপযোগ্যতাকে মুখ্য গুণের ধর্ম বলেছেন। আধুনিক পদার্থবিদ্যায় বর্ণকে আলোক তরঙ্গে বিশ্লেষণ করা যায়। আলোক তরঙ্গ পরিমাপযোগ্য। পরিশেষে বলা যায় লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদের পরিণতি হল অজ্ঞেয়বাদ—'বস্তু অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়'।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ৫। নব্য বস্তুবাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

(Give a short description of Neo-Realism.)

উত্তর। ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তর কান্টশীয় (Post Kantian) ভাববাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ারূপে নব্য বস্তুবাদের জন্ম হয়। Russell, Moore, Holt, Marvin, Perry, Pitkin প্রমুখ দার্শনিকগণ এই মতবাদের প্রবর্তক।

নব্য বস্তুবাদীরা দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ঃ একটি মার্কিন গোষ্ঠী, অপরটি ব্রিটিশ গোষ্ঠী। মার্কিন গোষ্ঠী প্রতিরূপী বস্তুবাদ ও আত্মগত ভাববাদের সমালোচনা করে নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করে। এই মতবাদ অনুসারে আমরা বাহ্যিক বস্তুকে সরাসরি জানি অথবা মতবাদটি 'direct theory of perception'-এ বিশ্বাসী। বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞাত হওয়ার উপর নির্ভর করে না। জ্ঞানের কাজ হল বস্তুকে প্রকাশ করা। জ্ঞান জ্ঞানের বিষয়কে গঠন করে না বা বিষয়ের পরিবর্তন সাধন করে না। অনুসন্ধানী আলো (search light) যেমন বস্তুকে প্রকাশ করে, বস্তুকে সৃষ্টি করে না, সেইরকম জ্ঞানও বিষয়কে প্রকাশ করে, সৃষ্টি করে না। আবার বিষয়কে প্রকাশ করার জন্য আলোর যেমন কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না, সেইরকম বিষয়কে প্রকাশ করার জন্য জ্ঞানেরও কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। মন ও তার বিষয়বস্তু, উভয়ে বস্তুগত (objective)। জ্ঞান সংবেদনের নিষ্ক্রিয় প্রতিক্রিয়া নয়, এটি মনের সক্রিয় প্রতিক্রিয়া। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র পার্থক্য গুণগত নয়, উপাদানগত। চেতনা কোন দ্রব্য নয়, মনের গুণ নয়, এক প্রকার সম্বন্ধমাত্র। চেতনার বস্তু চেতনা-নিরপেক্ষ, বাস্তব। মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণ উভয়ে বাস্তব বা বস্তুগত। এগুলি সরাসরি চেতনায় উদ্ভাসিত হয়।

ব্রিটিশ গোষ্ঠী মার্কিন গোষ্ঠীর সঙ্গে সব বিষয়ে একমত নয়। তারা Holt-এর বিরোধিতা করে বলেন জ্ঞানের ক্ষেত্রে মন এবং বিষয়, উভয়ের প্রয়োজন আছে। এই কারণে জ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে বস্তুগত (objective) বলা যায় না। এই মতবাদ জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ (epistemological dualism) নামে অভিহিত। বৃটিশ নব্যবস্তুবাদের পথিকৃত হলেন Russell ও Moore।

মন্তব্য ঃ মতবাদটি সন্তোষজনক নয়। এই মতবাদ ভ্রম এবং আপেক্ষিক প্রত্যক্ষের যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা দিতে পারে না। বস্তুত direct theory of perception স্বীকার করলে এই দুটির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। আবার ভ্রমের বিষয়বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে Holt-এর অভিমত বিতর্কের বিষয়। তাঁর অভিমতের সঙ্গে 'অখ্যাতিবাদের' সাদৃশ্য আছে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

বিষয়বস্তু

কার্যকারণ সম্বন্ধে দৃষ্টিবাদী তত্ত্ব, প্রসক্তি তত্ত্ব।

প্রশ্ন ১। কার্য-কারণ সম্পর্কে হিউমের অভিমত ব্যাখ্যা কর ও বিচার কর। (B.U. 2009)
(Explain and examine Hume's view of cause and effect.)

অথবা, কার্য-কারণ সম্পর্কে নিয়ত সংযোগ তত্ত্ব/সতত সংযোগ তত্ত্ব সবিচার আলোচনা কর।
(Critically discuss Regularity theory of cause.)

অথবা, "কারণ ও কার্যের মধ্যে আবশ্যিক সম্বন্ধ নেই"—এই উক্তিটি সবিচার আলোচনা কর।
('There is no necessary relation between cause and effect'.—Critically discuss the statement.)

উত্তর। এটি আমাদের লৌকিক বিশ্বাস যে যখন কোন ঘটনা ঘটে তখন তা অবশ্যই কোন দেশে এবং কালে ঘটে এবং তার অবশ্যই কোন কারণ থাকে। ঘটনার ব্যাখ্যার জন্য কার্য-কারণ সম্বন্ধের ধারণার প্রয়োগ আবশ্যিক। কার্য-কারণ সূত্রে আবদ্ধ দুটি ঘটনার মধ্যে পূর্ববর্তী ঘটনাকে কারণ ও পরবর্তী ঘটনাকে কার্য বলে। কার্য-কারণ সম্বন্ধের প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্য দর্শনে দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ মতবাদ আছে। একটি দৃষ্টিবাদী তত্ত্ব, যার প্রবর্তক হলেন হিউম, অপরটি বুদ্ধিবাদী তত্ত্ব, যার প্রবর্তক হলেন কান্ট, ব্রড, ব্লানসার্ড ও ইউয়িং।

বুদ্ধিবাদী তত্ত্ব অনুসারে কারণ ও কার্যের মধ্যে অনিবার্য বা আবশ্যিক সম্বন্ধ আছে। দুটি ঘটনা যখন এমনভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয় যে, প্রথমটি উপস্থিত থাকলে দ্বিতীয়টি উপস্থিত থাকে এবং দ্বিতীয়টি উপস্থিত না থাকলে, প্রথমটি উপস্থিত থাকে না, তখন ঘটনা দুটির সম্বন্ধকে আবশ্যিক সম্বন্ধ বলে। যেমন বলা যায় যে, ধূম ও বহ্নির মধ্যে আবশ্যিক সম্বন্ধ আছে। কারণ ধূম থাকলে বহ্নি থাকে এবং বহ্নি না থাকলে ধূম থাকে না। কারণ ও কার্যের মধ্যে আবশ্যিক বা অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ আছে। কার্য-কারণ সম্বন্ধকে অনিবার্য সম্বন্ধ বলার অর্থ হল, কার্য যে অতীতে কারণকে অনুসরণ করেছে, তা নয়, বর্তমানে করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হিউম কারণ ও কার্যের মধ্যে অনিবার্য সম্বন্ধের ধারণা, অর্থাৎ বুদ্ধিবাদী তত্ত্ব খণ্ডন করেন ও নিয়ত সংযোগ তত্ত্ব প্রচার করেন। নিয়ত সংযোগ তত্ত্ব অনুসারে কার্য-কারণ সম্বন্ধ একপ্রকার কালিক পূর্বাপর সম্পর্ক।

হিউম কারণ ও কার্যের মধ্যে যৌক্তিক অনিবার্যতার সম্বন্ধ অস্বীকার করেন। এ বিষয়ে হিউমের যুক্তি হল ঃ কারণ ও কার্যের মধ্যে যৌক্তিক অনিবার্য সম্বন্ধ থাকলে—(১) কারণের ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে কার্যের ধারণা পাওয়া যাবে এবং (২) সেই ক্ষেত্রে কার্য-কারণ সম্বন্ধ প্রকাশক বচন বিশ্লেষক হবে।

আমরা দেখেছি বিষপান করলে মৃত্যু হয়। বিষপান মৃত্যুর কারণ। এখন বিষপান ও মৃত্যুর মধ্যে যদি যৌক্তিক অনিবার্য সম্বন্ধ থাকে তবে 'বিষ' এই ধারণাটিকে বিশ্লেষণ করলে 'মৃত্যু' এই ধারণাটি পাওয়া যাবে। কিন্তু বিষের প্রকৃতি থেকে মৃত্যুর ধারণা পাওয়া যায় না। আবার বিষের প্রকৃতি থেকে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

যদি 'মৃত্যু'—এই ধারণা পাওয়া যায় তবে "বিষপানে মৃত্যু হয়" বা "বিষপান মৃত্যুর কারণ"—এই বাক্য বিশ্লেষক হবে। এর ফলে এর বিরুদ্ধ বাক্য "বিষপানে মৃত্যু হয় না"—এই বাক্য মিথ্যা হবে। কিন্তু বাস্তবে এই বাক্য মিথ্যা নয়। আমরা দেখেছি কোন কোন ক্ষেত্রে বিষপানে মৃত্যু ঘটে নি। সুতরাং কার্য-কারণ সম্বন্ধ প্রকাশক বাক্য বিশ্লেষক নয়, সংশ্লেষক। সুতরাং ভবিষ্যতেও বিষপানে মৃত্যু ঘটবে—একথা আমরা জোড় দিয়ে বলতে পারি না। আমরা বলতে পারি না যে বিষপান ও মৃত্যু এই ঘটনা দুটির মধ্যে যৌক্তিক অনিবার্য সম্বন্ধ আছে।

হিউম কার্য-কারণ সম্বন্ধে লৌকিক মতবাদেরও সমালোচনা করেছেন। কার্য-কারণ সম্পর্কে লৌকিক বিশ্বাস হল এই যে, কারণ শক্তিবিশেষ যা সক্রিয়ভাবে কার্য উৎপন্ন করে। একটি বল অপর একটি বলকে আঘাত করলে দ্বিতীয় বলটি গতিশীল হয়। এই দেখে সাধারণ লোক প্রথম বলটির মধ্যে কোন শক্তির কল্পনা করে। এই শক্তিকে তারা কারণ বলে। লক্ এই লৌকিক মতবাদ সমর্থন করেন। এই মতবাদের বিরোধিতা করে হিউম বলেন বাহ্যিক জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানের উৎস হল ইন্দ্রিয়ানুভব। কিন্তু প্রথম বলে কোন গোপন শক্তির অস্তিত্ব আমরা ইন্দ্রিয়ানুভবে পাই না। সুতরাং গোপন শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা অবাস্তব।

হিউমের মতে কারণ ও কার্যের মধ্যে তথাকথিত অনিবার্য সম্বন্ধ হল অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মানসিক অভ্যাস মাত্র। কারণ ও কার্য দুটি স্বতন্ত্র ঘটনা। ঘটনা দুটির মধ্যে কেবল নিয়ত সংযোগ সম্বন্ধ আছে। ক ও খ-এর মধ্যে নিয়ত সংযোগ সম্বন্ধ আছে—এ কথার অর্থ হল ক-কে সব সময় খ-এর পূর্বে ঘটতে দেখা গেছে। ক ও খ-এর মধ্যে কালিক পূর্বাপর সম্বন্ধ আছে। বার বার ক-কে খ-এর পূর্বে ঘটতে দেখে আমরা পরবর্তীকালে যখন ক-কে ঘটতে দেখি তখন খ-কে দেখব, এই প্রত্যাশা করি. এই অভ্যাসপ্রসূত প্রত্যাশা থেকেই কার্য ও কারণের মধ্যে অনিবার্য সম্বন্ধে ধারণার সৃষ্টি হয়। সুতরাং কার্য-কারণ সম্বন্ধ হল সতত সংযোগ সম্বন্ধ।

সমালোচনা ঃ দৃষ্টিবাদী Mill হিউমের মতবাদের সমালোচনা করে বলেন, কারণ যদি কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনা হয় তবে দিনকে রাত্রির কার্য বা রাত্রিকে দিনের কার্য বলতে হবে। অথচ ঘটনা দুটির মধ্যে কোন কার্য-কারণ সম্বন্ধ নেই। উভয়ে সহকার্য, পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফল। সুতরাং নিয়ত সংযোগকে কারণ বললে সহকার্যকে কারণ বলে ভ্রম—এই দোষ ঘটবে। মিলের মতে কারণ হল শর্তহীন অব্যভিচারী নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনা। "শর্তহীন" শব্দটি কারণের লক্ষণে নিবেশ করে, মিল পরোক্ষভাবে কার্য-কারণের মধ্যে অনিবার্য সম্বন্ধ স্বীকার করেছেন।

Ewing বলেন দুটি ঘটনার মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধ থাকলেও তাদের মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ নাও থাকতে পারে। যেমন, কোন স্কুলে সকাল দশটায় ঘণ্টাধ্বনির শব্দ এবং অনুগামী ঘটনা হিসাবে ছাত্রদের বিদ্যালয়ে প্রবেশ—ঘটনা দুটি নিয়ত ঘটলেও তাদের মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ নেই।

Hospers বলেন এমন অনেক কার্য-কারণ সম্বন্ধের দৃষ্টান্ত আছে যেগুলি নিয়ত সংযোগের ক্ষেত্র নয়। যেমন শুকনো বারুদে প্রজ্জ্বলিত দেশলাই কাঠি নিক্ষেপ করলে বিস্ফোরণ হয়, কিন্তু ঘটনা দুটি নিয়ত ঘটে না। যেমন, বারুদ ভিজে থাকলে বিস্ফোরণ হবে না।

হিউমের মতবাদ স্বীকার করে নিলে আমাদের ব্যবহারিক জীবন, এমন কি বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্‌বাণী, অসম্ভব হয়ে পড়বে। কার্য-কারণ সম্বন্ধের ভিত্তিতে বিজ্ঞান নিয়ম প্রণয়ন করে এবং ভবিষ্যদ্‌বাণী করে। বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস করেন যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ আবশ্যিক সম্বন্ধ।

কান্ট বলেন কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ অবশ্যম্ভব বা আবশ্যিক সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের ধারণা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গঠন করা যায় না। এটি অভিজ্ঞতাপূর্ব (apriori) ধারণা। তিনি এই ধারণাকে আমাদের বোধশক্তির আকার (Categories of understanding) বলে উল্লেখ করেছেন।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

উপসংহারে বলা যায় যে শুধু বাহ্যিক ঘটনার ক্ষেত্রে নয়, দুটি মানসিক ঘটনার ক্ষেত্রেও আমরা কার্য-কারণ সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করি। এই ক্ষেত্রে এই সম্বন্ধ আবশ্যিক সম্বন্ধ হয়ে থাকে। সুতরাং হিউমের অভিমত সন্তোষজনক নয়।

প্রশ্ন ২। কার্য-কারণ সম্পর্কে প্রসক্তি তত্ত্ব/বুদ্ধিবাদী তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর ও বিচার কর।
(Explain and examiner Rationalist theory of cause.)

অথবা, প্রসক্তি কী? "কারণ ও কার্যের মধ্যে প্রসক্তি সম্বন্ধ আছে"—এটি কোন্ সম্প্রদায়ের অভিমত। অভিমতটি সবিচার আলোচনা কর। (B.U. 2008)
(What is entailment relation ? Which shool holds that there is an entailment relation between cause and effect ? critically discuss this view.)

অথবা, 'কার্য ও কারণের মধ্যে আছে একটি অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ'। এই মতটি পরীক্ষা কর।
('There is a necessary relation between cause and effect'.—Examine this view.)

উত্তর। কার্য-কারণ সম্বন্ধের প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্য দর্শনে দুটি পরস্পর বিরোধী মতবাদ আছে। একটি দৃষ্টিবাদী তত্ত্ব অপরটি বুদ্ধিবাদী তত্ত্ব। দৃষ্টিবাদী তত্ত্ব অনুসারে কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ হল কালিক পূর্বাপর সম্বন্ধ বা নিয়ত সংযোগ সম্বন্ধ। এই মতবাদের প্রবক্তা হলেন হিউম। এই মতবাদের বিরোধিতা করে বুদ্ধিবাদীরা বলেন এই সম্বন্ধ হল অনিবার্য সম্বন্ধ।

দুটি ঘটনা যখন এমনভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয় যে, একটি উপস্থিত থাকলে অপরটি উপস্থিত থাকে, তখন তাদের সম্বন্ধকে অনিবার্য সম্বন্ধ বলে। কার্য-কারণ সম্বন্ধ হল আবশ্যিক সম্বন্ধ। বিষপান ও মৃত্যুর মধ্যে আবশ্যিক সম্বন্ধ আছে। বিষপান করলে অনিবার্যভাবে মৃত্যু ঘটবে। বিষপান কারণ, মৃত্যু কার্য। তাদের সম্বন্ধ সার্বিক ও আবশ্যিক। কোন কোন বুদ্ধিবাদী দার্শনিক এই সম্বন্ধকে যৌক্তিক অনিবার্যতা বা প্রসক্তি সম্বন্ধ বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন ওঠে প্রসক্তি (Entailment) সম্বন্ধ কী?

এর উত্তরে বলা যায় যে, প্রসক্তি এক প্রকার যৌক্তিক সম্বন্ধ (Logical relation)। বৈধ অবরোহ যুক্তির হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে এই সম্বন্ধ থাকে। একটি বৈধ যুক্তির হেতুবাক্য সত্য হলে সিদ্ধান্ত মিথ্যা হতে পারে না। সিদ্ধান্ত অবশ্যই সত্য হবে।

এই ক্ষেত্রে "আশ্রয়বাক্য সত্য ও সিদ্ধান্ত মিথ্যা"—এই উক্তি স্ববিরোধী হবে।

অবরোহ যুক্তির আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রসক্তি সম্বন্ধ থাকায় সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে আশ্রয়বাক্য থেকে নিঃসৃত হয়। যেমন ঃ

E - কোন মানুষ নয় পূর্ণ সত্তা,
A - রাম হয় মানুষ,
∴ E - রাম নয় পূর্ণ সত্তা।

এই ক্ষেত্রে ওই সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্য দুটি থেকে বৈধভাবে নিষ্কাশন করা যায় না।

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হতে বোঝা যায় প্রসক্তি সম্বন্ধ হল যৌক্তিক অনিবার্যতার সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ কেবল দুই বা ততোধিক বাক্যের মধ্যেই থাকতে পারে। কিন্তু প্রসক্তিবাদীরা মনে করেন এই সম্বন্ধ দুটি প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যেও থাকতে পারে। ধরা যাক "ক" একটি প্রাকৃতিক ঘটনা ও "খ" একটি

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

প্রাকৃতিক ঘটনা। এখন "ক" এবং "খ"-এর মধ্যেও যদি এইরকম প্রসক্তি সম্বন্ধ থাকে, তবে 'ক' ঘটলে অবশ্যই 'খ' ঘটবে, 'খ' না ঘটে পারে না। বুদ্ধিবাদীরা মনে করেন কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ অনেকটা বৈধ যুক্তির হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের সম্বন্ধের মত।

বুদ্ধিবাদীরা দাবি করেন কারণ একটি ঘটনা ও কার্য একটি ঘটনা। কারণ ও কার্যের মধ্যে ঐ প্রসক্তি সম্বন্ধ আছে, এইজন্য কারণ ঘটলে কার্য ঘটবে। বিষপান করলে অবশ্যই মৃত্যু ঘটবে। কার্য-কারণ সম্পর্কে বুদ্ধিবাদীদের অভিমতকে 'প্রসক্তি তত্ত্ব' বলে। এই মতবাদের প্রবর্তক হলেন Ewing, Broad এবং Blanshard.

প্রসক্তিবাদীরা দাবি করেন যে কার্য-কারণ সম্পর্কে লৌকিক অভিমত প্রসক্তিতত্ত্বের ভিত্তি। লৌকিক মতে কারণ কার্যের পূর্বগামী ঘটনা এবং কার্য হল কারণের অনুগামী ঘটনা। কারণ ও কার্যের মধ্যে অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ আছে। সুতরাং প্রসক্তি সম্বন্ধ হল লৌকিক অভিমতেরই মার্জিত রূপ।

প্রসক্তি তত্ত্বের পক্ষে যুক্তি ঃ ইউয়িং (Ewing) বলেন কারণ ও কার্যের মধ্যে অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ, অর্থাৎ প্রসক্তি সম্বন্ধ না থাকলে কারণ থেকে কার্যের অনুমান করা যায় না। অথচ আমরা কারণ থেকে কার্যের অনুমান করে থাকি। আমরা বলি বিষপান করলে মৃত্যু হয়। কারণ ও কার্যের মধ্যে প্রসক্তি সম্বন্ধ আছে বলেই এইরূপ বলা বা অনুমান করা সম্ভব হয়। দুটির মধ্যে আপতিক সম্বন্ধ (contingent relation) নেই বলেই একটি অপরটিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

কারণ অনুসন্ধান করার অর্থ হল হেতু (reason) অনুসন্ধান করা। ক হল খ-এর কারণ। এ কথার অর্থ ক, খ-এর হেতু। খ-কেন ঘটেছে তার কারণ ক-এর মধ্যে নিহিত আছে। এইজন্য খ-এর ব্যাখ্যা ক-এর মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু কারণ ও কার্যের মধ্যে যদি কেবল নিয়ত সংযোগ সম্বন্ধ থাকত, তবে কার্য কেন ঘটেছে, তার ব্যাখ্যা কারণের মধ্যে পাওয়া যেত না। সুতরাং কারণের মধ্যে যদি কার্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তবে অবশ্যই বলতে হয় যে কারণ ও কার্যের মধ্যে যৌক্তিক প্রসক্তির মত কোন অনিবার্য সম্বন্ধ অবশ্যই আছে।

কারণ ও কার্যের মধ্যে সতত সংযোগ সম্বন্ধ থাকলে কারণের মধ্যে কার্যকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা বলি তিল তেলের কারণ। তিলের মধ্যে তেল প্রচ্ছন্নভাবে থাকে বলেই তিল থেকে তেল পাওয়া যায়, জল পাওয়া যায় না। সুতরাং কারণ কার্য সম্বন্ধ একরকম অভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ।

প্রসক্তি সম্বন্ধ দুটি মানসিক ঘটনার মধ্যেও থাকতে পারে। এই ক্ষেত্রে আমরা প্রসক্তি সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করে থাকি। আমি অনুভবে জানতে পারি যে আমার ঐচ্ছিক ক্রিয়া ও ইচ্ছার মধ্যে অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ আছে। সাধারণ অবস্থায় আমার হাত তোলার ইচ্ছা হলে আমি হাত তুলতে পারি। এই ক্ষেত্রে আমার হাত তোলার ইচ্ছা ও হাত তোলার মধ্যে অনিবার্য সম্বন্ধ অনুভব করে থাকি। তাই বলতে হয় যে কারণ ও কার্যের মধ্যে যৌক্তিক প্রসক্তির মত সম্বন্ধ আছে।

প্রসক্তি তত্ত্বের বিরুদ্ধে যুক্তি ঃ বাহ্যিক জগতের দুটি ঘটনার মধ্যে যে কার্য-কারণ সম্বন্ধের কথা বলা হয়, সেই সম্বন্ধ কালিক সম্বন্ধ। অপরদিকে অবরোহ যুক্তির হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে যে অনিবার্য সম্বন্ধের কথা বলা হয়, তা কালিক সম্বন্ধ নয়। সুতরাং কার্য-কারণ সম্বন্ধকে প্রসক্তি সম্বন্ধ বলা যায় না।

কার্য-কারণ সম্বন্ধে যুক্ত দুটি বাহ্যিক ঘটনার মধ্যে তথাকথিত অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়ানুভবে পাওয়া যায় না। অন্তর ইন্দ্রিয়জেও অবশ্যম্ভব সম্বন্ধের ধারণা পাওয়া যায় না। হাত তোলার ইচ্ছা ও হাত তোলার মধ্যে অনিবার্য সম্বন্ধ থাকলে হাত তোলার ইচ্ছাকে বিশ্লেষণ করলে হাত তোলার ধারণা পাওয়া যেত।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

দুটি প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্কীয় অনুমান আরোহ অনুমানের অন্তর্গত। আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত হয় না। অপরদিকে হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে যে প্রসক্তি সম্বন্ধের কথা বলা হয়েছে, তা অবরোহ যুক্তির অন্তর্গত। অবরোহ যুক্তির আবশ্যিক সম্বন্ধ দৈশিক বা কালিক নয়। সুতরাং কারণ-কার্য সম্বন্ধে যুক্ত দুটি প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে যৌক্তিক অনিবার্যতা আছে, অর্থাৎ প্রসক্তি সম্বন্ধ আছে—একথা বলা যায় না।

প্রসক্তিবাদীরা উল্লিখিত অভিযোগগুলি পরিহার করার জন্য বলেন কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ ঠিক প্রসক্তি নয়, প্রসক্তি অনুরূপ। কিন্তু একথা বললে কার্য-কারণ সম্বন্ধের প্রকৃতিকে অস্পষ্ট করে তোলা হবে।

আমাদের বক্তব্য হল কারণ ও কার্যের মধ্যে কেবল পূর্বাপর সম্পর্ক নেই, এদের মধ্যে অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এই অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ ঠিক প্রসক্তি সম্বন্ধ নয়। তবে একথা ঠিক যে অভিজ্ঞতার সাহায্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ১। দেহ-মনের সম্বন্ধ বিষয়ে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ আলোচনা কর।

(Discuss Interactionism as a theory regarding the relation between body and mind.) (B.U. 2008)

উত্তর। মনোবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে দেহ ও মনের নিবিড় সম্বন্ধের বিষয়টি বর্তমানে আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অধিবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে দেকার্ত, স্পিনোজা ও লাইবনিজ—এই তিন বুদ্ধিবাদী দার্শনিক দেহ ও মনের সম্বন্ধের উপর আলোকপাত করেছেন। ফরাসি বুদ্ধিবাদী দার্শনিক দেকার্ত যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেই তত্ত্বের নাম **ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ** (Interactionism)। সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রভাবে দেকার্ত (Descartes) জগতকে যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি Aristotle-এর প্রাণবাদ অস্বীকার করেন এবং জীবদেহ সম্পর্কে যান্ত্রিক মতবাদ সমর্থন করেন।

দ্বৈতবাদী দেকার্তের দর্শনে জড় বা দেহ এবং মন পরস্পর স্বতন্ত্র দ্রব্য। দেহ চৈতন্যহীন জড়ধর্মী। মন বিস্তৃতিহীন চৈতন্যধর্মী। দেহের ধর্ম হল বিস্তৃতি (extension), মনের ধর্ম হল চিন্তন (thought)। দেকার্তের দর্শনে 'Res cogitus' এবং 'Res extensa' পরস্পর বিপরীত দ্রব্য। মন বিস্তৃতিবিহীন চেতনা, দেহ চেতনাবিহীন বিস্তৃতি। দেহ ও মন এই দুটি দ্রব্যের স্বরূপ এত ভিন্ন যে তাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ কল্পনা করা যায় না। অথচ দেকার্ত মনে করেন যে, দ্রব্য দুটি ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে নিবিড় সংযোগ আছে, দুটির মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আবেগ প্রভৃতি অবস্থাগুলি দেহ ও মনের নিবিড় সংযোগ প্রমাণ করে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে দেহ-মনের উপর, কর্মের ক্ষেত্রে মন দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হলে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। ঐ উদ্দীপনা স্নায়ুপথে মস্তিষ্কে পৌঁছালে সংবেদন সৃষ্টি হয়। মন ঐ সংবেদন অনুসারে দেহে প্রতিক্রিয়া ঘটায়, যার জন্য আমরা অঙ্গ সঞ্চালন করতে পারি।

দেহ ও মনের এই নিবিড় সম্বন্ধ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দেকার্ত বলেন, আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যভাগে পিনিয়াল গ্রন্থি (Pineal gland) অবস্থিত। এই গ্রন্থির মাধ্যমে দেহের সঙ্গে মনের সংযোগ ঘটে। শরীরের সব অংশের সঙ্গে মনের সংযোগ থাকলেও শরীরের একটি স্থানে এই সম্বন্ধ খুবই সক্রিয়। এই স্থানটি হল পিনিয়াল গ্রন্থি। গ্রন্থিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেহ ও মনের সম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষেত্রে গ্রন্থিটি মধ্যস্থের কাজ করে। এই গ্রন্থির মধ্যে যে জৈব তেজ প্রবাহিত, তার সাহায্যে মন নিজের ও শরীরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ সংযোগ সূত্র উৎপন্ন করতে পারে এবং যথাযথভাবে পরিচালিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে আমাদের চোখ দুটিতে বস্তুর যে দুটি ছাপ পড়ে তা এই পিনিয়াল গ্রন্থিতে সম্মিলিত হয়ে এক হয়ে যায়, তা না হলে একই বস্তু দুটি বলে মনে হত। তাই বাহ্যবস্তুর সঠিক জ্ঞানের জন্য মন সমগ্র শরীরের মধ্যে পিনিয়াল গ্রন্থিকে নিজের প্রধান স্থানরূপে গ্রহণ করেছে। গ্রন্থিটির মাধ্যমে শরীর ও মন সাক্ষাৎভাবে পরস্পরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে থাকে।

শরীর জড় দ্রব্য। দেহস্থ জৈব তেজশক্তি দেহের স্বাভাবিক ধর্ম। মন এই শক্তির জনক নয়। মন

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

শুধু পিনিয়াল গ্রন্থিতে অবস্থান করে এই শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে, শক্তিটির দিক পরিবর্তন করে। আবার মনে কোন সংকল্পের উদয় হলে মন পিনিয়াল গ্রন্থির মাধ্যমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পরিচালনা করে। অবশ্য দেকার্ত মনে করেন যে, স্মৃতি এই নিয়মের ব্যতিক্রম। স্মরণ ক্রিয়া যতটুকু শারীরিক ততটুকু মানসিক নয়। আবার এই ক্রিয়া পিনিয়াল গ্রন্থিতে সীমাবদ্ধ নয়।

মূল্যায়ন ঃ মতবাদটি সন্তোষজনক নয়। দেহ ও মন বিপরীতধর্মী। বিস্তৃতিহীন মন কীভাবে বিস্তৃতিশীল দেহের উপর ক্রিয়া করতে পারে, তার ব্যাখ্যা দেকার্ত সন্তোষজনকভাবে দিতে পারেন নি। দেহ ও মন পরস্পর নিরপেক্ষ হলে একটি অপরটির উপর ক্রিয়া করতে পারে না। আবার যদি একটি অপরটির উপর ক্রিয়া করে, তবে তাদের পরস্পর নিরপেক্ষ বলা চলে না। দেকার্ত প্রদত্ত ব্যাখ্যা থেকে মনে হয় তিনি দেহ ও মনের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু কল্পিত কারণ ও কল্পিত কার্য যদি বিজাতীয় তত্ত্ব হয়, তবে দুটির মধ্যে কীভাবে কার্য-কারণ সম্বন্ধ থাকা সম্ভব? রাইলের মতে দেকার্তের এই ব্যাখ্যা শ্রেণি বিভ্রম (Category mistake) নামক দোষে দুষ্ট।

পরিশেষে বলা যায় মতবাদটি শক্তির নিত্যতার পরিপন্থী। মানসিক শক্তি যদি বাহ্য শক্তিতে রূপান্তরিত হবার আগে শেষ হয়ে যায় বা দৈহিক শক্তি যদি মানসিক শক্তিতে রূপান্তরিত হবার আগে শেষ হয়ে যায়, তাহলে শক্তির নিত্যতা আর স্বীকার করা যায় না। আবার শক্তির নিত্যতা স্বীকার করলে উভয়ের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা স্বীকার করা যায় না।

দেকার্ত একদিকে যান্ত্রিকতাবাদের দ্বারা প্রভাবিত, অপরদিকে তিনি আধ্যাত্মিকতাবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। এর ফলে দেহ ও মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা না করে দেকার্ত কোথায় এই ক্রিয়া সংঘটিত হয় তার উল্লেখ করেন। বস্তুত জড় ও মন, বিস্তৃতি ও চেতনা তেল ও জলের মত ভিন্নধর্মী। এই প্রকৃতিগত পার্থক্য হেতু উভয়ের মিলন সম্ভব নয়। কাজেই দেকার্তের এই প্রচেষ্টা সন্তোষজনক নয়।

প্রশ্ন ২। দেহ ও মনের সম্বন্ধ বিষয়ে সমান্তরালবাদ আলোচনা কর।

(Discuss Parallelism as a theory regarding the relation between body and mind.) (B.U. 2009)

উত্তর। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে দেহ ও মনের যে নিবিড় সম্পর্ক আছে, তা আমরা জানতে পারি। আমার হাত তোলার ইচ্ছা হলে আমি হাত তুলতে পারি। কিন্তু দেহ ও মনের নিবিড় সম্পর্ক থাকলেও এই সম্পর্কের প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে দার্শনিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। এই বিষয়ে যেসব উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব আছে, তাদের অন্যতম হল **সমান্তরালবাদ**। দেকার্ত প্রবর্তিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের (Interactionism) সমালোচনা করে Spinoza এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। স্পিনোজার মতে দেহ ও মন স্বতন্ত্র দ্রব্য নয়। একই দ্রব্যের এরা দুটি ভিন্ন প্রকাশ। তার দর্শনে ঈশ্বরই একমাত্র চরম দ্রব্য। তিনি অনন্ত গুণসম্পন্ন। এই অনন্ত গুণের মধ্যে আমরা দুটি গুণকে জানতে পারি। একটি দেহ বা বিস্তৃতি অপরটি মন বা চিন্তন। গুণ দুটি পরস্পর নিরপেক্ষ।

বিস্তৃতি ও চেতনা ঈশ্বরের দুটি সমান্তরাল গুণ। দুটির মধ্যে কোন পারস্পরিক সম্বন্ধ নেই। একটি অপরটির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ভাববাদীরা চেতনার সাহায্যে জড়কে এবং জড়বাদীরা জড়ের সাহায্যে চেতনাকে ব্যাখ্যা করে থাকেন। কিন্তু স্পিনোজা এই দুটিকে ঈশ্বরের স্বতন্ত্র গুণ বলে মনে করেন। একটি অপরটির উপর ক্রিয়া করতে পারে না। কোন জড়ের কারণ পূর্ববর্তী কোন জড় হয়ে থাকে, কোন চেতনার কারণ পূর্ববর্তী কোন চেতনা হয়ে থাকে। একটি অপরটির কারণ বা কার্য নয়।

স্পিনোজার মতে বিস্তৃতি ও চেতনা সব সময়ে সহাবস্থান করে এবং একই ক্রমে ক্রিয়া করে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

যখনই কোন দৈহিক পরিবর্তন ঘটে তখন কোন মানসিক পরিবর্তন ঘটে ; আবার যখন কোন মানসিক পরিবর্তন ঘটে তখন দৈহিক পরিবর্তন ঘটে। একেই সমান্তরালবাদ বলা হয়।

মন্তব্য ঃ মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে মতবাদটি সমর্থনযোগ্য। মনোবিজ্ঞানে মানসিক ক্রিয়া ও স্নায়বিক ক্রিয়ার মধ্যে সহগামিতার সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়। তবু মতবাদটি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। সব ক্ষেত্রে এই সহগামিতার অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। তাছাড়া প্রতিটি দৈহিক ক্রিয়ার সমান্তরাল মানসিক ক্রিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করলে সর্বাত্মবাদ (Pan-psychism) স্বীকার করতে হয়। অবশ্য বাস্তব দৃষ্টিতে দেহ ও মনের পারস্পরিক প্রভাব অস্বীকার করা চলে না।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ১। বিবর্তন কী ? (B.U. 2009)

(What is Evolution ?)

উত্তর। কানিংহামকে (Cunningham) অনুসরণ করে বলা যায় যে, **বিবর্তন হল এমন প্রক্রিয়া যা সংকুচিত বা অপ্রকাশিতকে প্রসারিত বা প্রকাশিত করে** (Evolution is a process of the world's unfolding)। **যা অব্যক্ত তাকে ব্যক্ত করাই বিবর্তনের ধর্ম।** বিবর্তন প্রক্রিয়ায় বস্তু সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায়, জটিল অবস্থা থেকে জটিলতর অবস্থার দিকে যায়। এই যাত্রা ধীর, ক্রমিক ও সুশৃঙ্খল পরিবর্তন। এই পরিবর্তন বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তি বা নিয়মের ক্রিয়ার ফলে ঘটে থাকে। বর্তমান জগৎ ও জগতের অজীবজ ও জীবজ উপাদান সুদীর্ঘ চার শ পঞ্চাশ কোটি বছর ধরে বিবর্তনের ফল।

(B.U. 2009)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ৫। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ কি গ্রহণযোগ্য মতবাদ?

(Is Mechanical Theory of Evolution acceptable ?)

উত্তর। জগতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে দুটি ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। একটি যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদ অপরটি পরিণতি বা উদ্দেশ্যমূলক অভিব্যক্তিবাদ। পরিণতিমূলক অভিব্যক্তিবাদ অনুসারে বিবর্তন প্রক্রিয়া উদ্দেশ্যধর্মী, যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ অনুসারে অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া নিছক একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। Tyndell, Huxley ও Herber Spencer যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের প্রচারক। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের মূল ব্যক্তব্যগুলি নিম্নে উল্লেখ কর হল ঃ

অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার জন্য কোন চেতন তত্ত্ব বা সত্তা বা উদ্দেশ্যবাদ স্বীকারের প্রয়োজন নেই। বিবর্তন প্রক্রিয়া কোন উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত নয়। যান্ত্রিকভাবে এই জগতের আবির্ভাব ঘটেছে। বিবর্তন প্রক্রিয়া জড় ও জড়শক্তির যান্ত্রিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জাগতিক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার জন্য উদ্দেশ্যকারণ স্বীকার করলে তা অবৈজ্ঞানিক হবে। জগৎ পরিচালনার জন্য কল্পিত ঈশ্বর আজও অপ্রমাণিত। অভিব্যক্তির কোন উদ্দেশ্য আছে বললে চেতন তত্ত্বের কল্পনা করতে হয়। এই কারণে যান্ত্রিকতাবাদীরা উদ্দেশ্যকারণ অস্বীকার করেন। অভিব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্যহীন যান্ত্রিক প্রক্রিয়া মাত্র।

যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। জড়বাদ অনুসারে জড় এই জগতের মূল উপাদান। চেতনা, প্রাণ ও মন জড়ের বিশেষ অবস্থা। প্রাণ ও মন যদিও আমাদের কাছে উদ্দেশ্যসাধনমূলক বলে মনে হয়, তবু এইগুলি স্বনির্ভর জড় পরমাণু থেকে উদ্ভূত। জড়ের সঙ্গে প্রাণের কোন গুণগত পার্থক্য নেই, এরা জড় থেকে স্বরূপত ভিন্ন নয়, এদের মধ্যে কেবল পরিমাণগত পার্থক্য আছে।

জগৎ সৃষ্টি ও পরিচালনার জন্য কোন অতীন্দ্রিয় শক্তির কল্পনা নিরর্থক। জড় পরমাণুর গতিশক্তির, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলে, পরমাণুগুলি আকস্মিকভাবে পরস্পর মিলিত হয়ে এই জড়জগৎ ও জীবজগতের সৃষ্টি করেছে। জড়, প্রাণ ও মনের ভিতর দিয়ে বিবর্তনের ধারা অবিচ্ছিন্ন ও ধীরগতিতে প্রবহমান।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ যান্ত্রিক কার্য-কারণবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাকৃতিক নিয়ম ও কার্যকারণ সম্বন্ধের উপর ভিত্তি করে মতবাদটি জাগতিক ঘটনার ব্যাখ্যা করে। এই মতে জগৎ সৃষ্টির মূলে আছে তিনটি নিয়ম—ঐক্যবিধান, পৃথকীকরণ ও নিয়মানুগত্য। বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি পরবর্তী স্তর পূর্ববর্তী স্তর দ্বারা যান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত।

সমালোচনা ঃ অভিব্যক্তি প্রক্রিয়াকে যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যান্ত্রিকতাবাদ আকস্মিকতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। আকস্মিকতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করলে এই জগতের ঐক্য, শৃঙ্খলার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। অন্ধ জড়শক্তি জগতের উদ্দেশ্যমুখী অভিব্যক্তির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

প্রাণ ও মনের ক্ষেত্রে যান্ত্রিকতাবাদীদের ব্যাখ্যা সন্তোষজনক নয়। প্রাণ ও মন জড়ের জটিল রূপ, এদের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই—যান্ত্রিক বিবর্তনবাদীদের এই জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রাণের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা জড়ের নেই। বংশবৃদ্ধি, আত্মরক্ষা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা জড়ের নেই। সুতরাং জড় থেকে প্রাণের উদ্ভব—এই মত সমর্থন করা যায় না।

জাগতিক অভিব্যক্তি হল নিম্নস্তর থেকে উচ্চ এবং উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরের দিকে পরিবর্তন। এই পরিবর্তন যান্ত্রিক কার্যকারণ নিয়মের দ্বারা সংঘটিত হতে পারে না। আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে সমগ্র অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া উদ্দেশ্যমুখী। এই উদ্দেশ্য স্বীকার করলে তবেই বিবর্তন প্রক্রিয়া বোধগম্য হবে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ১০। উন্মেষবাদ বা উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদ সবিচার আলোচনা কর। (B.U. 2008)
(Critically discuss the Theory of Emergent Evolution.)

উত্তর। উন্মেষবাদ অনুসারে বিবর্তন প্রক্রিয়া হল এমন এক পরিবর্তনের ধারা যার প্রতিটি স্তরে নতুন তত্ত্ব অভিব্যক্ত হয়। মতবাদটির প্রবর্তক হলেন লয়েড মর্গ্যান (Lloyd Morgan) এবং স্যামুয়েল আলেকজান্ডার (Samuel Alexander)।

জগতের বিবর্তনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রচলিত মতবাদগুলির বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে উন্মেষবাদের বক্তব্য তুলে ধরা হল ঃ

উন্মেষবাদ ও যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ ঃ উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদের সঙ্গে যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের পার্থক্য আছে। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ অনুসারে বিবর্তন প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তিমূলক (repetitive)। এই প্রক্রিয়ায় নতুন কোন কিছুর উন্মেষ হয় না। বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি স্তর (level) পূর্ববর্তী স্তরের পুনরাবৃত্তি। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী স্তরের মধ্যে পার্থক্য কেবল জটিলতার। যাকে নতুন স্তর বলে আমরা মনে করি তা পূর্ববর্তী স্তরেরই জটিলতর রূপ মাত্র। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ অনুসারে জড় থেকে প্রাণের উদ্ভব। প্রাণ হল জড়ের জটিলতর রূপ। আবার প্রাণ থেকে মনের উদ্ভব, মন হল প্রাণের জটিলতর রূপ। দুটির মধ্যে কেবল পরিমাণগত পার্থক্য আছে, গুণগত পার্থক্য নেই।

পক্ষান্তরে উন্মেষবাদীরা বলেন যে, অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে নতুন তত্ত্ব অভিব্যক্ত হয়। যদিও জড় থেকে প্রাণের উদ্ভব, তবু প্রাণের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে (সজীবতা) যা জড়ের নেই। প্রাণ এক নতুন তত্ত্ব। আবার প্রাণ থেকে মনের উদ্ভব, কিন্তু মনের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে (চেতনা) যা প্রাণে নেই। মন এক নতুন তত্ত্ব, যদিও মনের নতুনত্ব প্রাণের অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে ফুটে

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

উঠেছে। জড় থেকে প্রাণের, প্রাণ থেকে মনের উদ্ভব হলেও প্রাণের বা মনের নতুনত্ব বা বৈশিষ্ট্যকে জৈব ব্যাপারমাত্র বলা যায় না। উভয় ক্ষেত্রেই নতুন ধর্মের উন্মেষ ঘটেছে, যা পূর্ববর্তী স্তরে ছিল না।

উন্মেষবাদ ও সৃজনমূলক বিবর্তনবাদ ঃ উন্মেষবাদের সঙ্গে সৃজনমূলক বিবর্তনবাদের সাদৃশ্য আছে। উভয় মতবাদে বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরই নতুন সৃষ্টি। প্রতিটি স্তরে নতুন ধর্মবিশিষ্ট বস্তুর আবির্ভাব হয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, উন্মেষবাদ অনুসারে বিবর্তন প্রক্রিয়ার কোন্ স্তরে কোন্ গুণের উন্মেষ ঘটবে তা পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট করে বলা যায় না, যদিও পরবর্তী স্তর ও পূর্ববর্তী স্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। সৃজনমূলক বিবর্তনবাদী বার্গসোঁ বলেন পরবর্তী স্তর সম্পূর্ণ নতুন। প্রাণপ্রবাহ *(elan vital)* উদ্দেশ্যবিহীনভাবে নতুন নতুন তত্ত্ব সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু উন্মেষবাদী মর্গ্যানের নোদনাশক্তি (Nisus) লক্ষ্যবিহীন নয়।

উন্মেষবাদ অনুসারে প্রাণ ও মন একপ্রকার উন্মেষিত গুণ। প্রশ্ন ওঠে, কে এই উন্মেষ ঘটায়? যান্ত্রিকতাবাদীরা বলেন জড়শক্তি, বার্গসোঁ বলেন প্রাণশক্তি, যা বিবর্তন প্রক্রিয়ার মূলে আছে। উন্মেষবাদী মর্গ্যান বলেন, নোদনাশক্তি (Nisus) এই উন্মেষ ঘটায়। তিনি মনে করেন ঈশ্বর হলেন এই Nisus, যাঁর সক্রিয়তায় (activity) এই উন্মেষ ঘটে, নতুন ধর্মের আবির্ভাব হয় ;ঈশ্বর বিবর্তন প্রক্রিয়ার গতিপথকে পরিচালিত করেন। স্যামুয়েল আলেকজান্ডার তাঁর *'Space, Time and Diety'* গ্রন্থে এই শক্তিকে দেবসত্ত্ব (Diety) বলেছেন। সমগ্র বিবর্তন প্রক্রিয়া এই দেবসত্ত্বের উপলব্ধির দিকে পরিচালিত।

সমালোচনা ঃ সৃষ্টির অভিনবত্ব ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উন্মেষবাদ সন্তোষজনক বলে মনে হয়। তবে এই মতবাদের সঙ্গে উদ্দেশ্যবাদের মিল আছে। উভয় মতবাদেই স্বীকার করা হয়েছে বিবর্তন প্রক্রিয়া লক্ষ্যাভিমুখী। বস্তুত উদ্দেশ্যবাদ ছাড়া উন্মেষবাদ অর্থহীন। এর ফলে উন্মেষবাদ উদ্দেশ্যবাদের একটি রূপে পরিণত হয়েছে।

বিবর্তন প্রক্রিয়াকে পরিচালনা করার জন্য লয়েড মর্গ্যান ঈশ্বরের সক্রিয় শক্তির অবতারণা করেছেন। প্রশ্ন হল, ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ কী? অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ গ্রহণ করা যায় না। এর ফলে স্বীকার করতে হয় ঈশ্বর অন্তর্ব্যাপী। ফলস্বরূপ উন্মেষবাদ অন্তর্ব্যাপী উদ্দেশ্যবাদের (Immanent Teleology) একটি রূপ পরিগ্রহ করে। ফলে উন্মেষবাদের স্বকীয়তা আর থাকে না। অবশ্য মর্গ্যান বা আলেকজান্ডার এই প্রশ্নটির উপর আলোকপাত করেন নি। ফলে মতবাদটি অস্পষ্ট। মর্গ্যানের নোদনাশক্তিও একটি উন্মেষিত গুণ। এই গুণটির আবির্ভাব কীভাবে হল? তাছাড়া আদিম উপাদান দেশ-কাল বা শুদ্ধগতি থেকে জড়ের গুণগুলির আবির্ভাব, একথা বলা যায় না। পরিমাণ থেকে গুণের আবির্ভাব কীভাবে ঘটতে পারে? উন্মেষবাদে এইসব প্রশ্নের যুক্তিসংগত উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(1 Mark Each)

প্রশ্ন ১। উন্মেষধর্মী ক্রমবিকাশতত্ত্বের সঙ্গে জড়িত একজন চিন্তাবিদের নাম কর বা এই ত
আধুনিক প্রবক্তা কারা?

উত্তর। (১) লয়েড মর্গ্যান (Lloyd Morgan), (২) স্যামুয়েল আলেকজান্ডার (Sam
Alexander)।

প্রশ্ন ২। 'Space, Time and Diety' গ্রন্থটির ...

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner